দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৯

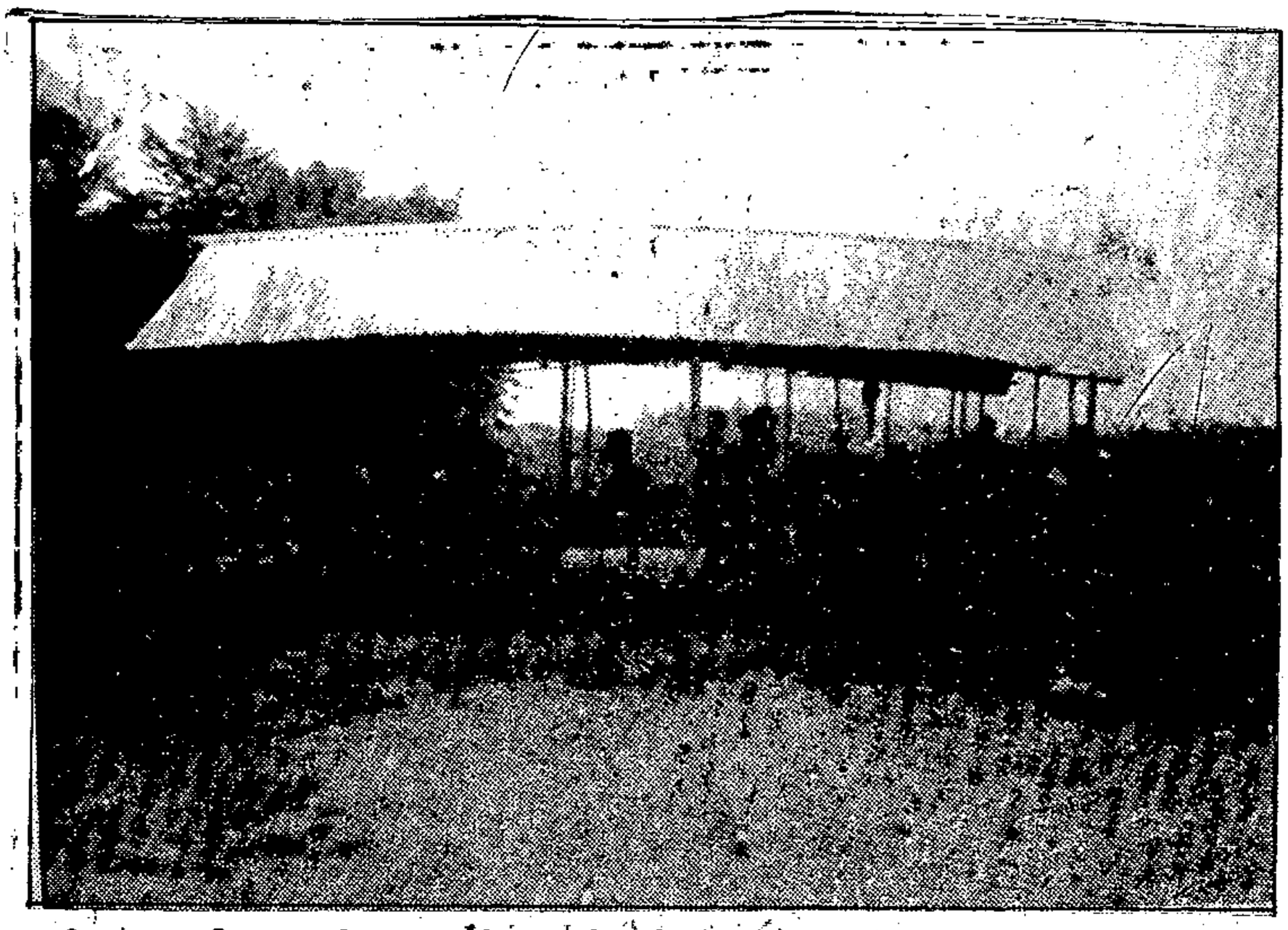

কুষ্টিয়া ঃ কুমারখালী থানার বড়ুরিয়া চরের একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা। — সংবাদ

এগারশ' শিক্ষক মানবেতর দিন কাটাচ্ছে

কুষ্টিয়ায় ২৭৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করা হয়নি ॥ ৭৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর দুর্ভোগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ৪ঠা নভেম্বর (নিজস্ব সংবদদাতা)।– কুষ্টিয়া জেলার ৬টি থানার ২৭৫টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এগার শ' শিক্ষক চরম আর্থিক সঙ্কটের কারণে মানবেতর জীবন যাপন করছে। সেই সাথে এ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৭৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবন সঙ্কটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীর স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ ও এগার শ' শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণের দাবি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

কুষ্টিয়া জেলার কুষ্টিয়া সদর, কুমার–খালী, খোকসা, ভেড়ামারা, দৌলতপুর ও মিরপুর থানায় মোট প্রাথমিক শিক্ষার স্কুল রয়েছে ৭৩০টি, এর মধ্যে ২৭৫টি স্কুল বেসরকারি রেজিস্টার্ড। এই স্কুলগুলো ৫ থেকে ১৫ বছর একই অবস্থায় রয়েছে। শিক্ষকরা বেতন পান ৫০০ টাকা হতে ৭শ' ৫০ টাকা যা দ্বারা একজন শিক্ষকের মাসিক হাতখরচ, বা চার সদস্যের পরিবারকে দশদিনও চালানো সম্ভব নয়। ফলে শিক্ষকরা রুটি রুজির প্রয়োজনে অন্যত্র বিভিন্ন আয়ের পথে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আর্থিক সঙ্কট মিটাতে অন্য কাজ করতে যেয়ে অনেক শিক্ষকই নিয়মিত স্কুলে যেতে পারেন না। শিক্ষকরা যান, পার্টটাইম হিসেবে। একদিনে দু'জন এলে অন্যদিনে আসেন অপর দু'জন শিক্ষক। এইভাবে চলছে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো। ফলে ছাত্রছাত্রীর পড়া–শোনার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাকা ভবন নেই, টিন–চাটাইয়ের বেড়া থাকলেও আসবাব–পত্র ও শিক্ষা উপকরণের কোন হদিস নেই। অনেক স্কুলে মাদুর ও আলগা ঘরে ক্লাস নেয়া হয়। অনেক শিক্ষকই বছরের পর বছর ৫০০ টাকায় চাকরি করছে। '৯৬–এর নির্বাচনের আগে আওয়ামী সরকার বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিলেও কাজে আসেনি। শিক্ষকরা এখন হতাশ হয়ে পড়েছে। মোঃ ইদ্রিস আলী নামক একজন শিক্ষকের সাথে আলাপ করলে তিনি দুঃখে ক্ষোভে জানান, "আমলা ও সামরিক অফিসারদের বেতন ১৫ হাজার টাকা হয় অথচ সেই দেশেই একজন শিক্ষক ৫০০ টাকা বেতনে চাকরি করে এটা বলতেও লজ্জা হয়।"

এ জেলায় ৬টি থানায় স্কুলে যাওয়ার উপযোগী ছেলেমেয়ের সংখ্যা ২ লাখ ৭০ হাজার ৭শ' ৮ জন। এরমধ্যে ৪৬ হাজার ছাত্রছাত্রী স্কুলে যেতে পার না। দৌলতপুর ও কুমারখালীর চর অঞ্চলে স্কুলের সংখ্যা কম, সেই সাথে শিক্ষকদের করুণ দশা দেখে লোকজন ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতেও নিরুৎসাহিত হচ্ছে।